অবশেষে উচ্ছেদ হলো গাংনী বাসস্ট্যান্ডের সেই যাত্রী ছাউনি ও মালেক ফল ভান্ডার

জনগনের দীর্ঘ প্রত্যাশা ও দাবীর প্রেক্ষিতে অবশেষে আইনী প্রক্রিয়া শেষে উচ্ছেদ করা হলো মেহেরপুরের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন যাত্রী ছাউনি ও মেসার্স মালেক মিষ্টান্ন এ্যান্ড ফল ভান্ডার। একই সাথে ভাঙ্গা হয়েছে মসজিদের ওযু খানা ও পাবলিক টয়লেট। যাত্রী ছাউনি ও মেসার্স মালেক ফল ভান্ডারে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও গলার কাটা হয়ে দাঁড়ায় মফিজ ফল ভান্ডার নামের অপর একটি দোকান। তবে আইনী প্রক্রিয়া শেষে উক্ত দোকানটিকেও জনস্বার্থ রক্ষার্থে এবং সড়ক প্রস্বস্তকরনে অপসারণ করা হবে বলে জানান উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া কর্মকর্তাবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান। সড়কের পাশে অবৈধ স্থাপনার কারণে সড়ক নির্মাণ কাজের বিঘ্নিত হচ্ছিল। সড়ক ও জনপদ বিভাগের জমি উদ্ধারের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি হবে।

উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের পক্ষে সহকারী কমিশনার ও ন্র্বিাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো সাজেদুল ইসলাম, সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌলী মিজানুর রহমান, সড়ক ও জনপদ বিভাগের ন্র্বিাহী প্রোকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা

আইন শৃংখলা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেহেরপুরে দায়িত্বরত একটি টীম ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম দায়িত্ব পালন করেন।

জানাগেছে, মেহেরপুর কুস্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রস্বস্তকরন কাজ চলমান রয়েছে। গাংনী বাসস্ট্যান্ডে ফোরলেন কাজে বাধা হয়ে দাড়ায় যাত্রী ছাউনি ও জেলা পরিষদের কয়েকটি দোকান। যার মধ্যে ছিল মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার, মফিজ ফল ভান্ডার ও ততসংলগ্ন যাত্রী ছাউনি। নকশা অনুযায়ী বাসস্ট্যান্ডে কাজে গলার কাটা হয়ে দাড়ায় জেলা পরিষদের দোকানঘর ও যাত্রী ছাউনি। গাংনী বিভিন্ন

পেশার মানুষ মুল নকশা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন ও যাত্রী ছাউনি ও মালেক ফল ভান্ডার উচ্ছেদের দাবীতে একাধিকবার আন্দোলন করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিও পালন করেন গাংনী বাজারের ব্যবসায়ীসহ সাধারন মানুষ। পরে বিষয়টি গাংনী উপজেলা প্রশাসনের জনপক্ষে ভুমিকা রেখে জেলা প্রশাসনকে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সড়ক ও জনপদ বিভাগকে প্রয়োনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেন। গঠন করা হয় একটি তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটি সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের পর উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয় দোকান মালিকদের। একই সাথে নোটিশের একটি কপি টাঙ্গিয়ে অবহিত করা হয় সর্ব সাধারনকেও। সে মোতাবেক বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়।

আলমডাঙ্গায় জিকে খালের শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় জিকে (গঙ্গা-কপোতাক্ষ) খালের পাশে গড়ে ওঠা শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা প্রশাসন।

সোমবার এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম ও এনডিসি সিব্বির আহমেদ।

পানি উন্ন্য়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ আলমডাঙ্গা জিকে খালের পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠে বাড়িঘর।

অনেকে আবার রাস্তার পাশে পাকা ঘর তৈরী করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে আলমডাঙ্গার জিকে খালের

পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ শুরু করা হয়।

এর আগে গত ৩ ডিসেম্বর খালের পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনাগুলো সড়িয়ে নিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে নোটিশ দেয়া হয়েছিল।

এই অভিযান সোমবার থেকে শুরু হলেও অবৈধ স্থাপনাগুলো উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

এদিকে অবৈধ স্থাপনার মালিকেরা জানান, বিভিন্ন সময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে খালের পাশের জমি লীজ নিয়ে স্থাপনা নির্মান করেছে তারা।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জিকে খালের পাশে ২৮৪ জন অবৈধ দখলদার আছে। নদী খালের পানি প্রবাহকে চলমান রাখতেই নদীর পাশে গড়ে ওঠা এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

– চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ভৈরবের পাড়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

মেহেরপুরে ভৈরব নদের জমি অবৈধভাবে দখল করা সকল স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। সদর উপজেলার কামদেবপুর, গোভিপুর ও যাদবপুর ইউনিটে টিনের ও ইটের তৈরি ১২টি অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

সেই সাথে পরবর্তিতে যাতে ভৈরব দখল করে কেউ অবৈধ স্থাপনা তৈরি না করে সে জন্য সর্তক করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম।

এ বিষয়ে মাসুদুল আলম বলেন, মেহেরপুরের একমাত্র নদ ভৈরবের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে রক্ষা করা ও দখল বাজদের হাত থেকে নদকে বাচাঁনোর জন্য আমরা উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছি। মেহেরপুর সদর উপজেলায় মোট ৪৮টি অবৈধ স্থাপনার তালিকা করা হয়েছিল। এর মধ্যে

৩৬টি স্থাপনা আগে থেকেই সরিয়ে নিয়েছে।

বাকি ১২ টি স্থাপনা আমরা উচ্ছেদ করেছি। ভবিষ্যতে ভৈরব দখল করার চেষ্টা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইবাদত হোসেন, আঞ্চলিক পানি উন্নয়ন কর্মকর্ত সুবির কুমার ভট্টাচার্য।

- নিজস্ব প্রতিনিধি